AKASHVANI(AIR)
RNU:KOLKATA
BengaliText Bulletin

Date 05-02-2026 Time: 7.50 PM

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ হয়েছে আজ।

সরকার আগামী আর্থিক বছরের প্রথম চার মাসের জন্য ৬২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছে।

লক্ষ্মীর ভান্ডারে আর্থিক পরিমাণ ৫-শো টাকা বাড়ানো হয়েছে।

সরকারী কর্মীদের ডিএ ৪ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব।

একই সঙ্গে ১ হাজার টাকা করে ভাতা বাড়ছে আশাকর্মী, প্যারা টিচার, সিভিক ভলান্টিয়ারদের।

গিগ কর্মীদের আনা হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষার আওতায়।

২) আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রেখেই রাজ্যের বিপুল ঋণ ভার শোধ করার পাশাপাশি একাধিক প্রকল্প চালু রাখা সম্ভব হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী জানিয়েছেন।

৩) বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই বাজেটকে দিশাহীন ও জনস্বার্থ বিরোধী বলে উল্লেখ করেছে।

৪) সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মীদের ১-শো শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা মেটাতে বলেছে, ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ।

এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে বিরোধী বিজেপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠন।

৫) রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা আগামীকাল অন্ধ্রপ্রদেশের খেলবে।

oooooooooooooooo

রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা মূলক প্রকল্পে জোর দিয়ে রাজ্য সরকার আগামী আর্থিক বছরের প্রথম চার মাসের জন্য ৬২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছে। বাজেটের মোট আয়তন চার লক্ষ ছয় হাজার কোটি টাকার বেশি। অন্তর্বর্তী এই বাজেটে নতুন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ঘোষণা, বর্তমান প্রকল্পগুলির সুবিধা সম্প্রসারণ সহ একাধিক ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজ্যের সব থেকে বড় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প লক্ষীর ভান্ডারের বরাদ্দ ৫০০ টাকা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। এই খাতে অতিরিক্ত ১৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই উপভোক্তারা বাড়তি হারে লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভাতা পাবেন।

২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী শিক্ষিত যুবকদের জন্য ‘বাংলার যুব-সাথী’ নামে নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। এর অধীনে কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত মাসে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হবে। এজন্য ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রেখেছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি জানান, চলতি বছরের এপ্রিল থেকেই

অর্থমন্ত্রী জানান, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে আশা কর্মীদের মাসিক সাম্মানিক ১,০০০ টাকা বাড়ানো হচ্ছে। তাঁদের জন্য ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হবে। এই খাতে আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

একই সুবিধা পাবেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়ক, শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত প্যারা-টিচার, শিক্ষাবন্ধু, সহায়ক-সহায়িকা, সম্প্রসারক, স্পেশাল এডুকেটর ও ম্যানেজমেন্ট স্টাফ, সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ ও গ্রিন পুলিশরা। এজন্য অঙ্গনওয়াড়ি খাতে আড়াইশো কোটি, প্যারা টিচারদের সহায়তায় ১১০ কোটি এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য দেড়শো কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে আজকের বাজেটে।

গিগ কর্মীদের বিষয়ে অর্থমন্ত্রী জানান, স্বাস্থ্যসাথী-সহ সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কর্মশ্রী, বর্তমানে মহাত্মাশ্রী নামে পরিচিত, প্রকল্পে জব কার্ডধারীদের বছরে ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করতে ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

কৃষক বন্ধু নতুন প্রকল্পের আওতায় ক্ষেতমজুরদের বছরে ৪,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব আনা হয়েছে। রবি ও খরিফ মৌসুমে দুই কিস্তিতে এই অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সরকারি সেচ ব্যবস্থার ফি সম্পূর্ণ মকুবের কথাও ঘোষণা করেছেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে। পেনশনভোগীদের স্বাস্থ্যখাতে ক্যাশলেস সুবিধার সীমা বাড়ানো এবং ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

oooooooooooooooo

আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রেখেই রাজ্যের বিপুল ঋণভার শোধ করার পাশাপাশি মানুষের জন্য একাধিক প্রকল্প চালু রাখা সম্ভব হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী দাবি করেছেন। আগামী অর্থ বছরের প্রথম চার মাসের জন্য রাজ্যের অন্তবর্তী বাজেট পেশের পর আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের আয় ব্যয়ের বিস্তারিত পরিসংখ্যান পেশ করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রের কাছে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা প্রাপ্য বকেয়া রয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে একশ দিনের কাজ ও গ্রামীণ রাস্তার প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ থাকলেও, রাজ্য নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে বেকারত্ব ৪৫ শতাংশের বেশি কমেছে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ২০১১ থেকে এই সময়ের মধ্যে ১ কোটি ৭২ লক্ষের বেশি মানুষকে দারিদ্র্যসীমা থেকে উপরে তোলা গেছে।

লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ আশাকর্মী, প্যারা টিচার এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

(বাইট – মুখ্যমন্ত্রী)

oooooooooooooooo

বিজেপি রাজ্য বাজেটকে দিশাহীন বলে দাবি করেছে। বিধানসভার বাইরে আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, এই বাজেট কার্যত একটি অসত্য দলিল যা রাজ্যকে অনেকটাই পিছিয়ে দেবে।

তিনি অভিযোগ করেন, লক্ষীর ভান্ডার ছাড়া বাকি সবটাই নির্বাচনী ইশতেহারের মত শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি।

(বাইট – শুভেন্দু)

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর যেকোনো সময় নির্বাচনের আদর্শ আচরন বিধি কার্যকর হবে। তাই এপ্রিল মাসে কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয় বলেও মত প্রকাশ করেন শ্রী অধিকারী।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্যপাত্র সৌম্য আইচ রায় এই বাজেটকে ভোটমুখী বাজেট বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর অভিযোগ বাজেটে দীর্ঘ মেয়াদী কোন পরিকল্পনা রাখা হয়নি।

সিপিআইএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, শুধুমাত্র ভোট পাওয়ার জন্য এই বাজেটে কিছু দায়হীন প্রস্তাব করা হয়েছে।

(বাইট – সুজন)

রাজ্য সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটকে জনস্বার্থ বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাজেটে কর্মসংস্থান এবং সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার লক্ষে কোন সংস্থান রাখা হয়নি।

oooooooooooooooo

১৫ হাজার টাকা ভাতা সহ একাধিক দাবিতে রাজ্যের আশাকর্মীদের চালিয়ে যাওয়া কর্ম বিরতির মধ্যেই আজ অন্তর্বর্তী বাজেটে আশাকর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করা

হয়েছে, তাকে নৈতিক জয় বলে উল্লেখ করেছেন আশা কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক ইসমাত আরা খাতুন।

(বাইট – ইসমাত খাতুন)

oooooooooooooooo

এর আগে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস তাঁর অভিভাষণে জানান, সামগ্রিকভাবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোর নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাজ্যের অভ্যন্তরীন উৎপাদন ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২১ দশমিক ৪৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে বলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানান। তিনি বলেন, এই সময় মাথাপিছু আয় বেড়েছে তিন গুণ। শহর ও গ্রামাঞ্চলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ২ কোটির বেশি। বিধানসভার আজের অধিবেশন নিয়ে একটি প্রতিবেদন।

(ভয়েসকাস্ট – অভিরূপ)

oooooooooooooooo

আজকের প্রসঙ্গ অনুষ্ঠানে এবারের বিষয় প্রগতি। আজ শুনবেন পশ্চিমবঙ্গের জলপথের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে বিশেষ আলোচনা। কলকাতার শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী বন্দরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু মিত্রের সঙ্গে কথা বলেছেন দিব্য দে। আজ শুনবেন দ্বিতীয় তথা শেষ পর্ব।

আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগ প্রযোজিত অনুষ্ঠানটি শোনা যাবে আজ রাত আটটায় গীতাঞ্জলি, DTH বাংলা এবং আকাশবাণী সংবাদ কলকাতা সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে।

oooooooooooooooo

সুপ্রিম কোর্ট, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার ২৫ শতাংশ, অবিলম্বে মিটিয়ে দেবার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যকে আদর্শ নিয়োগকর্তা বা মডেল এমপ্লয়ারের মতো আচরণ করা ও কর্মচারীদের প্রতি ন্যায় বিচারের পরামর্শ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। রাজ্য সরকার কিভাবে মেটাবে, তা' ঠিক করতে চার

সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা, বিচারপতি তিলক সিং চৌহান, বিচারপতি গৌতম মাঘুরিয়া এবং একজন সদস্য থাকবেন। ৬ই মার্চের মধ্যে নবগঠিত কমিটিকে মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ এবং কবে কত টাকা দেওয়া হবে তা চূড়ান্ত করতে হবে। বিচারপতি সঞ্জয় কারল এবং বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ আজ এই নির্দেশ দিয়ে বলেছে, বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়া অর্থের প্রথম কিস্তি ৩১শে মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। বাকি থাকা অর্থ কিভাবে মেটানো হবে তা' জানিয়ে কমিটিকে সুপ্রিম কোর্টে ১৫'ই এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট আকারে উল্লেখ করতে হবে। ওই দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মীদের DA মামলায় আজকের এই নির্দেশের ফলে বর্তমান ও প্রাক্তন মিলিয়ে প্রায় ১২'লক্ষ সরকারি কর্মী উপকৃত হবেন। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ্য ভাতার ফারাক এখন ৪০ শতাংশ। ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া DA কর্মচারীদের প্রদান করতে হবে। মামলা চলাকালীন যারা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন তারাও এই বকেয়া ভাতার সমস্ত সুবিধা পাবেন।

oooooooooooooooo

বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা নিয়ে রাজ্য সরকার এখনও সুপ্রীম কোর্টের রায়ের কাগজ হাতে পায়নি বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী জানিয়েছেন। বিধানসভায় আজ তিনি বলেন
ডিএ মেটানোর ব্যাপারে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সব কিছু খতিয়ে দেখে কমিটি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। এই মামলায় আজ শীর্ষ আদালতে রাজ্য সরকারের কোন প্রতিনিধি ছিল না বলেও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।

oooooooooooooooo

রাজ্য সরকারী কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আজকের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে বিরোধী বিজেপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং একাধিক মঞ্চ ও সংগঠন।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, এই রায়ের মধ্য দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের ডি এ পাওয়ার অধিকার আবারও সুনিশ্চিত হয়েছে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলের এক বার্তায় বলেন, ডি এ যে কোন অনুদান নয়, তা আজকের রায়ে ফের একবার প্রমাণিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি ভুল প্রমাণ করে দীর্ঘ লড়াই ও প্রতীক্ষার পর অবশেষে কর্মচারীরা তাদের প্রাপ্য মহার্ঘ্যভাতা পেতে চলেছেন। এই রায় সরকারী কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ, আপোষহীন সংগ্রামের জয়।

সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, কর্মচারীদের দিয়ে সরকার চালানো হলেও তাদের প্রাপ্য মহার্ঘ্য ভাতা মেটাতে সরকারের অনিহা দেখা দিচ্ছে। আজকের রায়কে স্বাগত জানান তিনি।

এদিকে, বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা মিটিয়ে দেওয়ার বিষয়ে, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ রাজ্য সরকার দ্রুত পালন করবে বলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আশা প্রকাশ করেন। কর্মীদের ন্যায্য অধিকার আটকের রাখার যে প্রচেষ্টা রাজ্য সরকার করছিল, তা সমর্থনযোগ্য নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অন্যদিকে, সরকারী কর্মচারীদের যৌথ সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ জানিয়েছেন, আদালতের রায় যাতে মানা হয়, তা নিশ্চিত করতে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এই রায়ের প্রভাব গোটা দেশে পড়বে বলেও তাঁর অভিমত।

শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেছেন, বকেয়া ১-শো শতাংশ ডি এ-র ক্ষেত্রেই এই রায় কার্যকর হলে আরও ভালো হতো। বাকি ২৫ শতাংশের জন্য পুনরায় চার সদস্যের কমিটি গঠনের কেন প্রয়োজন পড়ল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা এই রায়কে দীর্ঘ আন্দোলনের জয় বলে অভিহিত করেছেন। তবে, কেন্দ্রীয় হারে ডি এ প্রদানের দাবিও জানান তিনি।

oooooooooooooooooo

কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রঞ্জি ট্রফি কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা, আগামীকাল অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলবে। এর আগে বাংলা গ্রুপ সি-র শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছয়।

oooooooooooooooooo

oooooooooooooooooo